দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 19 DEC 1992
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

অতিরিক্ত পরীক্ষার ফি আদায়ের অভিযোগ

বরিশাল অফিস॥ আসন্ন এসএসসি পরীক্ষার ফি'র নামে অতিরিক্ত ফি আদায় করায় বহু শিক্ষার্থীর পরীক্ষা দেওয়া অনিশ্চিত হইয়া পড়িয়াছে। অভিভাবকেরা ফি'র চাপে এখন উদ্বিগ্ন। তাহারা ফি হ্রাসের জন্য স্কুলগুলিতে ধর্না দিয়াও কোন ফল পাইতেছে না। যশোর বোর্ডে নির্ধারিত ফি হইতেছে কলা ও বিজ্ঞান বিভাগে যথাক্রমে ৩৭০ ও ৪৩০ টাকা। *(৭ম পৃঃ দ্রঃ)*

অতিরিক্ত স্কুল ফি

(শেষ পৃঃ পর)

স্কুলগুলিকে এই ফি'র সাথে টিউশনী ফি ও সেশন চার্জ আদায় করার ক্ষমতা দেওয়া রাইয়াছে। ইহার অতিরিক্ত অর্থ আদায় বে-আইনী। অথচ পরীক্ষাকে সামনে রাখিয়া স্কুলগুলি একটি 'অভিনব ব্যবসা' শুরু করিয়াছে। তাহারা পরীক্ষার্থীদের নিকট হইতে বিভিন্ন খাত উল্লেখ করিয়া মোটা অংকের অর্থ আদায় করিতেছে। কোন কোন স্কুল উন্নয়ন খাত, পিকনিক, বিজ্ঞান ভবন তৈরী ইত্যাদি খাতে চাঁদা বাধ্যতামূলক করিয়াছে। একটি বিদ্যালয় বাদে সকল বিদ্যালয় 'কোচিং ফি' ধার্য করিয়াছে মাত্রাতিরিক্ত। কোচিং-এর নামে ঐ টাকা শিক্ষকেরা ভাগাভাগি করেন। মূলত: কোন ভাল কোচিং হয় না। এই কোচিং এর পরও প্রায় প্রতিটি পরীক্ষার্থীর জন্য গৃহ শিক্ষকের প্রয়োজন হইতেছে। জানা গিয়াছে, সরকারী বালিকা বিদ্যালয়ের কলা বিভাগে ফি হইতেছে ১১৭০ টাকা ও বিজ্ঞানে সর্বোচ্চ ১২৪৫ টাকা, হালিমা খাতুন বালিকা বিদ্যালয়ে কলায় ১৩৭৫ ও বিজ্ঞানে, ১৪৩৫ টাকা। জগদীশ সারস্বত বালিকা বিদ্যালয়ে কলায় ১৫৮১ টাকা ও বিজ্ঞানে ১৭২১ টাকা। এই বিদ্যালয়ে সর্বোচ্চ ফি আদায় হওয়ায় অভিভাবকেরা দারুণ ক্ষুব্ধ। অনেকে ইহার সরাসরি প্রতিবাদ করিয়াছেন।